REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মুল্যে বিক্রয় করি।
সস্তর দরের জন্য
পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৸০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিন[illegible] কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১১ই আষাঢ় বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 25th June 1941 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুরং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷৶০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, লুদ্ধি, কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যাঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১৭ " টাকার "
মোট সংস্থান	...	৩ " ৫৬ লক্ষের "
বীমা তহবিল	...	৩ " ১০ " "
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	...	১ " ৯১ " "
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস্, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!
এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা,
সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,
গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১১ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৪৮ সাল

দ্বিজপদ রাণিং শিল্ড ও কাপ প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টস্ য়্যাসোসিয়েসনের অনুমোদিত "দ্বিজপদ রাণিং শিল্ড ও কাপ প্রতিযোগিতার" খেলা শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

অভিনয়

গত ২১শে জুন শনিবার রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি হলে টিকিট করিয়া নাট্যকার শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পি-W-ডি নাটক অভিনীত হইয়াছে। সহরের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই অভিনয় দর্শন করিয়াছেন।

জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা ব্যায়ামাগার

গত ২রা আষাঢ় সোমবার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা ব্যায়ামাগারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ ১৩৪৮ সালের জন্য উক্ত ব্যায়ামাগারের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ঘোষ, সভাপতি, ২। শ্রীযুক্ত নবগোপাল ধর, সহঃ সভাপতি, ৩। শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, ৪। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ধর, সহঃ সম্পাদক, ৫। শ্রীযুক্ত লুটবিহারী দত্ত, কোষাধ্যক্ষ, ৬। শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ বড়াল, অধ্যক্ষ, ৭। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার হাটী, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ধর, শ্রীযুক্ত যষ্ঠীপদ ধর, সহঃ অধ্যক্ষ, ১০। শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ ভট্টাচার্য্য।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সভা

গত ২৪শে জুন মঙ্গলবার জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জঙ্গিপুর মহকুমার সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, সাধারণ জনমণ্ডলী ও ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ভারত ও ভারতবাসীর বিপদের কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি প্রত্যেক নরনারীকে দেশরক্ষার নিমিত্ত সাধ্যমত সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। স্থানীয় বারের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, উকিল মৌলবী আমজাদ আলি বিশ্বাস, জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায়, উকিল মৌলবী জাহিরুদ্দিন বিশ্বাস ও হাজি মনিরুদ্দিন আহাম্মদ সাহেব যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

জার্ম্মানির উপর বিমান-আক্রমণ

—০—

জার্ম্মানির উপর বর্ত্তমান রয়্যাল এয়ার ফোর্সের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। এই আক্রমণ অসংযত নয়, এলোমেলো নয়, কেবলমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নয়—সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে চলতে চলতে যে কোনো একটা শহরের উপর বা বন্দরের উপরেও নয়।

এই আক্রমণ আধুনিকতম জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে, হিসেব ক'রে, প্ল্যান ক'রে, নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য-বস্তুর উপরে চালানো হচ্ছে।

বিমান-সচিবের ইস্তাহারে প্রায় এই ধরণের সংবাদ প্রচারিত হয়; "গত রাত্রে 'বমার কম্যাণ্ডের' বিমানদল রুর অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়েছিল। ডর্টমুণ্ডের কাছে একটি তেল পরিষ্কারের কারখানায় বোমার আঘাত লাগে এবং কারখানায় আগুন লেগে যায়।"

এই রকম সংবাদ পড়ে এখনও হয় তো অনেকে এই-ভাবে চিন্তা করে। "আমাদের বোমারু-বিমান রুর অঞ্চলে হানা দিয়েছিল। তারা ডর্টমুণ্ডে পৌঁছায়। সেখানে খুঁজতে খুঁজতে তারা একটা কিছু দেখতে পায়—তাদের মনে হয় এটা দেখতে তেল-পরিষ্কার করার কারখানার মতো। তা হ'লে এর উপরই আক্রমণ চালানো যাক।" এই কথা বলে তার উপর বোমা বর্ষণ করে।

প্রকৃত ঘটনা তা নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে আমাদের বৈমানিকেরা ডর্টমুণ্ডে যাবার মোটেই চেষ্টা করেনি—তারা চেষ্টা করছে উক্ত তেল-পরিষ্কার কারখানার উপরেই উক্ত কারখানার অবস্থান কোথায় সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জেনে তারা রওনা হয়েছে। ঐ স্থান কত অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমার সংযোগ স্থলে অবস্থিত তাই শুধু মানচিত্র থেকে ঠিক ক'রে নেয়নি—তারা শহরের সম্পর্কে এবং পার্শ্বস্থ অরণ্য এবং নদীর সম্পর্কে বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐ কারখানাটি কোথায় কি ভাবে অবস্থিত এবং তার চেহারা কেমন এবং জমিতে কারখানা ঘরগুলো কি ভাবে সাজানো আছে সে সবও জেনেছে।

কোন্ পথে গেলে খুব সহজে সেখানে যেতে পারে, তারপর শত্রুর সীমানায় পৌঁছুলে কোথায় কোন্ জাতীয় প্রত্যাক্রমণ বা প্রতিরোধ বা বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সে বিষয়েও তাদের বিশেষ ভাবে জানানো হয়েছে। কোথায় সন্ধানী আলোর দেখা পাওয়া যাবে, কোথায় বিমানধ্বংসী কামানের দেখা পাওয়া যাবে, কোথায় বেলুন বেষ্টনীর বাধা পড়বে এ সবও তারা জানে। তারা আরও জানে কোন দিক থেকে আক্রমণ করলে সুবিধাজনক হবে। যে সব বিশেষ অফিসার তাদের এই আক্রমণের আদেশ দিয়েছেন তাঁরা এটাও তাদের বলে দিয়েছেন যে ঐ কারখানাটি কত দিন ধ'রে সেখানে আছে, কত তেল সেখানে দৈনিক পরিষ্কার হয়, কত লোক সেখানে কাজ করে, জার্ম্মান যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এই কারখানা কতখানি সাহায্য করছে, এবং কারখানার ঠিক কোন্ অংশে ঠিক আঘাত করতে হবে।

আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য তারা এ বিষয়ে জেনে নিয়েছে। কারখানাটি কি ভাবে তৈরী, এমন কি মজুররা কাজ শেষে কখন রাত্রের শেষ খাবার খেতে যায় এ সবও তাদের জানানো হয়েছে। এটা জানানোর উদ্দেশ্য এই যে কোন্ জাতীয় বোমা ফেলতে হবে এবং কত উপর থেকে ফেলতে হবে এতে তা ঠিক করার সুবিধা হয়।

এই যে নিয়মিত আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে ক্রমেই এর তীব্রতা বাড়তে থাকবে। এটা আত্মরক্ষার একটা সবল প্রকাশ মাত্র নয়—এটা জার্ম্মানির পক্ষে ভয়াবহ এবং সর্বনাশকারী দৃঢ় সংকল্পপ্রসূত নির্ম্মম আক্রমণ, এ আক্রমণের দুর্বার ভীষণতা হিটলারের বা গোয়েরিং-এর কল্পনার অতীত।

সম্প্রতি এক মাসে রয়্যাল এয়ার ফোর্স জার্ম্মান লক্ষ্য-বস্তু সমূহের উপর ৩৭,০০০-এরও বেশি বোমা ফেলেছে। ঠিক সেই সময়ের মধ্যে জার্ম্মানরা ব্রিটেনের উপর যত ফেলেছে এই সংখ্যাটা তার চেয়ে ছয় গুণ বেশি।

কিন্তু বোমার সংখ্যা বা আক্রমণের সংখ্যাই এর সব কথা নয়। যে সব জায়গা আক্রমণ করা হয় এবং যে সব লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলা হয় সেগুলো আলোচনা ক'রে দেখলে একটা জিনিষ স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। সেটা হচ্ছে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের আক্রমণরীতির বহুমুখিতা এবং অদমনীয়তা।

এক সময় আক্রমণের সমস্তগুলো লক্ষ্যবস্তু ছিল তেল-মজুত ট্যাঙ্ক এবং তেলের জাহাজ। পশ্চিম জার্ম্মানির প্রায় সমস্ত তেলের উপর এই আক্রমণ চালানো হয়।

যে সময় এই আক্রমণ আরম্ভ হয় সেই সময় জার্ম্মানি ফ্রান্সের এবং হল্যাণ্ড, বেলজিয়ামের বিমানশালাগুলোর জন্য তেল আর পেট্রল পাঠাচ্ছিল, কারণ এই সব জায়গা থেকেই ব্রিটেনের উপর আক্রমণ চালানোর বন্দোবস্ত হচ্ছিল।

এই তেল-যোগানি কাজ নষ্ট করার পর (হামবুর্গ থেকে ডুজেলডর্ফ পর্য্যন্ত জায়গায় ৬০টি তেলের কেন্দ্রে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।)—হঠাৎ গাড়িতে মাল-বোঝাইয়ের জায়গায় রেল জংশনে, জাহাজঘাটে এবং প্রণালীপথে আক্রমণ আরম্ভ করা হয়। কারণ আগে যে সব তেলের কারখানা নষ্ট করা হয়েছে সেই সব কারখানা মেরামতের জন্য সরঞ্জাম এবং আরও তেল ইত্যাদি এই সব জায়গা থেকে এখন যাবে।

তারপর এই আক্রমণের মতোই আকস্মিকভাবে আবার তেলপরিষ্কারক এবং যৌগিক তেলতৈরীর কারখানার উপর আক্রমণ আরম্ভ করা হ'ল। কয়েক দিন এবং রাত্রির আক্রমণের পর আক্রমণকারী বিমানগুলো আবার ফিরে গেল তেলের গুদামের উপর আক্রমণ চালাতে।

এই যে ফিরে ফিরে ঠিক ঠিক জায়গায় আক্রমণ চল্‌ল, এথেকে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের পিছনে যে কতখানি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং আক্রমণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে তার আভাস পাওয়া যাবে। স্পষ্টই বোঝা যায় সঠিক সংবাদ এবং জ্ঞানের উপর এর ভিত্তি, এবং এর বিভিন্ন বিভাগগুলো একই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুপক্ষের সব চেয়ে জরুরি যুদ্ধসম্ভারগুলো নষ্ট করা, তাদের আক্রমণের সময়তালিকা উলটে দেওয়া এবং নিরাপত্তার জন্য তাদের ঘাঁটিগুলোকে ক্রমেই দেশের ভিতরের দিকে ঠেলে দেওয়া। এই ঘাঁটি যতই দূরে সরে যাবে ততই তাদের বিমান-পথের দূরত্ব বাড়বে এবং অন্য দেশ দখল ক'রে তারা ব্রিটেনের কাছে আসার যে সুবিধা পেয়েছে সেই সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায় যে জার্ম্মানির অনেক নাম ও পরিচয়হীন কারখানার উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। কারখানাগুলো যে সব জায়গায় অবস্থিত সে সব জায়গারও বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু তবু একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে এই আক্রমণের পিছনেও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এবং এগুলোও প্রধান প্ল্যানেরই একটি অংশ। এই সব কারখানায় বড় বড় কারখানার জন্য দরকারী জিনিস তৈরী হয়। এইগুলো আক্রমণ করায় বিশেষ লাভ আছে, কারণ এগুলো নষ্ট হ'লে জার্ম্মানির অনেক বড় বড় কারখানার কাজ অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে থাকে। তা ছাড়া বড় কারখানা নষ্ট করার যে খরচ তা থেকেও বাঁচা যায়। বড় বড় নাম করা জিনিস বা জায়গা আক্রমণ থেকেও এই আক্রমণগুলো মূল্যবান।

শত্রুর অবস্থান সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যায় তার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যে সংবাদ সংগ্রহ করা গিয়েছে এবং যে সব সংবাদ এখনও নানা সূত্রে জার্ম্মানি থেকে আসে, তা ছাড়াও 'বমার কমাণ্ড ষ্টাফ্' তাঁদের আক্রমণের প্ল্যান তৈরী করেন—প্রহরী বিমান ঘুরে ঘুরে যে সব তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনে তারই উপর অনেকখানি নির্ভর ক'রে। যে সব ফোটোগ্রাফ তোলা হয় এবং বৈমানিকেরা যে সব রিপোর্ট দেয় সেগুলো বিশ্লেষণ ক'রে আক্রমণের প্ল্যান তৈরী হয়।

একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই এ বিষয়ে অনেকটা ধারণা হবে। একদল বিমানকে শার্ণহোর্ষ্ট নামক যুদ্ধ-জাহাজের উপর প্রথম আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। গুপ্ত সংবাদ বিভাগের অফিসার বিকেল প্রায় ছটার সময় সংবাদ পান। প্রায় ৭টার সময় বৈমানিকেরা তাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি উপদেশ নিতে

আসবে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে উক্ত কর্মচারী শার্ণহোর্ষ্টের 'বর্ত্তমান' অবস্থান কিছুই জানেন না। তিনি শুধু জানেন জাহাজখানা কীল প্রণালীর কাছে একটি ভাসমান ডকে আছে। কিন্তু এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট নয়। কোন্ দিকে জাহাজের মুখ, কোন্ দিকে তার পশ্চাৎ ভাগ ফেরানো আছে ভাসমান ডকটি ভূমির সম্পর্কে ঠিক কি ভাবে কোথায় আছে এবং ডক রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে এই সব তথ্য তাঁর জানা দরকার।

বিকেল ৩টার সময় তিনি টেলিফোনে আরও সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। বৈমানিকেরা উপদেশ নিয়ে ৭টার সময় যখন প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসছে তখন অতিরিক্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো তাদের জানানো হল। সে সময় একখানা স্পিটফায়ার বিমান সেখানে এসে নামল। তার মধ্যে ডজন খানেক ফোটোগ্রাফ, ১ কি ২ ঘণ্টা আগে সেগুলো নেওয়া হয়েছে। তাতে শার্ণহোর্ষ্টের অবস্থান এবং তার আশপাশের সকল জায়গার নিখুঁত ছবি আছে।—কম্যাণ্ড একখানা খুব দ্রুতগামী বিমান বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। বিমান সেখানে গিয়ে ছবি নিয়ে এসেছে। ৪ ঘণ্টার মধ্যে ছবি তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। ছবিগুলো টেবিলে বিছিয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'ল—এবং কি ভাবে আক্রমণ করা হবে সে বিষয়ে প্ল্যান করা হ'ল। প্ল্যানগুলো বৈমানিকদের মধ্যে বিলি করা হ'ল। সেই রাত্রে প্ল্যান অনুসারে শার্ণহোর্ষ্ট আক্রান্ত হয়। পর পর পাঁচটি বোমা জাহাজকে আঘাত করে এবং জাহাজ গুরুতরভাবে জখম হয়।

যে সব আক্রমণ সংবাদ প্রকাশিত হয় তার প্রত্যেকটিই বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ। ব্রিটিশ বিমান এবং বৈমানিক উভয়েই জার্ম্মান বিমান এবং বৈমানিক থেকে বেশি উৎকর্ষ প্রাপ্ত। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে উৎকর্ষের কোনো মূল্য নেই যদি সেই সঙ্গে শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে এবং অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকে। সেই জ্ঞানলাভের জন্য আমাদের পক্ষে কোনো অবহেলা নেই।

"বর্ষা-মঙ্গল"

দর্দ্দুর দল বন্দিত সদা,
বিতাড়িত বায়ু বেগে,
জীবের পরাণ স্পন্দিত করা
তড়িৎ জড়িত মেঘে
আসন পাতিয়া নন্দিত করি
ঢালি সুধাসম জল
ক্ষুত্‌তৃষাতুর কৃষকের প্রাণ
কর দেব সুশীতল।
বায়ু কোণ হ'তে উঠিয়া আসিয়া
বিশাল বঙ্গদেশ
কৃপা বারি দানে কর্কটে কর
সুচারু আবাদ শেষ।
চাহি না বন্যা প্লাবনের বারি,
চাহি শ্রাবণের ধারা,
চাহি না জোছনা যামিনী এখন,
চাহি না আকাশে তারা।
চাহি ঘন ঘন বারি বরিষণ,
ভাদরে রবির তাপ,
দিয়া বায়ুহীন তুলা বরিষণ
ঘুচাও মনের তাপ।
কন্যায় যেন কাণে কাণে বেশ
ধান্যক্ষেত্র ভরি
জল দিও দেব বারিদ পতিহে
বঞ্চনা নাহি করি।
কোকিলের মুহু কুহু কুহু রব
করুক এখন চুপ,
ময়ূর নাচুক হেরিয়া তোমার
নীল নব ঘন রূপ।
সোনালি রঙের কোলা ব্যাঙ সদা
ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ কলরবে
ঝিঁ ঝিঁ মুখরিত তামসী নিশায়
জাগায় যেন হে সবে।
পুষ্টিদ প্রিয় পায়সের সম
তুষ্টিদ তব জলে
রুক্ষ রুষ্ট পালক ঝাড়িয়া
ভিজুক বায়স দলে।
আশার আসন পাতিয়া রেখেছি,
কারানের ধারা ঢালি
খিন্ন উদরে অন্ন দাওহে
পূরিয়া শূন্য থালি।
নিদাঘ তাপিত বসুধা বক্ষে
অস্ত কুম্ভ কক্ষে
এস এস দেব ছুমাসের তরে
শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষে।
তা না হ'লে দেশ আবাদ হবে না
পুকুর ডোবা ও খাল
কিছু ভরিবে না, পূরিবে না আশা
রাঢ় হবে নাজেহাল।
ধনী বিলাসীরা সকলে বাঁচিবে,
কৃষকই মরিবে আগে
সভা ও সমিতি করিবে সকলে
শেষে ভুয়া অনুরাগে।
কর মর্দ্দন, ঘন বক্তৃতা
ঘন কর চটাপটি
করিবে সকলে সভার মাঝারে
করি মহা ঘটাঘটি।
নীরস শুষ্ক, প্রাণের উৎস
থাকে না তাহাতে কিছু
ভিখারী দেখিলে কুণ্ঠিত চিতে
মুখ করে যারা নীচু।
তুমি না বাঁচালে দুঃস্থ কৃষকে
বাঁচাবে হে দেব কে?
ওহে ভগবান জগতের প্রাণ
মেঘরূপে এস হে!
ক্ষেত্র তৈয়ারি করিয়া রেখেছি
বীজও বুনেছি হে
সারাটি বছর না খেয়ে খেটেছি
হল কাঁধে ধরি হে!
যা কিছু করেছি তোমারি কৃপায়,
(এখন) কারানের বারি দাও
চরমের সখা! মরমের ব্যথা দূরি
শুনতরে চাও।
আহিম ভূধর সিন্ধু মেখলা
ভারতে বায়ুর বেগে
সৃজন পালন মূর্ত্তি ধর হে
বিজড়ি জড়িত মেঘে।
কাব্য সুধার পরমানন্দে
তৃপ্ত করিয়া সবে
মেঘদূতে তোমা ভারতের কবি
অমর করেছে ভবে।
মল্লীনাথের সুলেখনী যার
সু সমালোচনা করি
রাখিয়া গিয়াছে অমর কীর্ত্তি
কাব্য কানন ভরি।
সচেতন কিবা অচেতন তুমি
বিচার করিবে কে?
যেবা হও তুমি, জলরূপী ভব
সদা শিবময় হে!

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ,
ব্লাডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার
চিকিৎসায় পারদর্শী
কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৶৹
" ৪০ "	॥৹
ভর্ত্তি বহি	।৶৹
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৵৹
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১৹

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ

রজশশী
আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

স্বরবল্লী

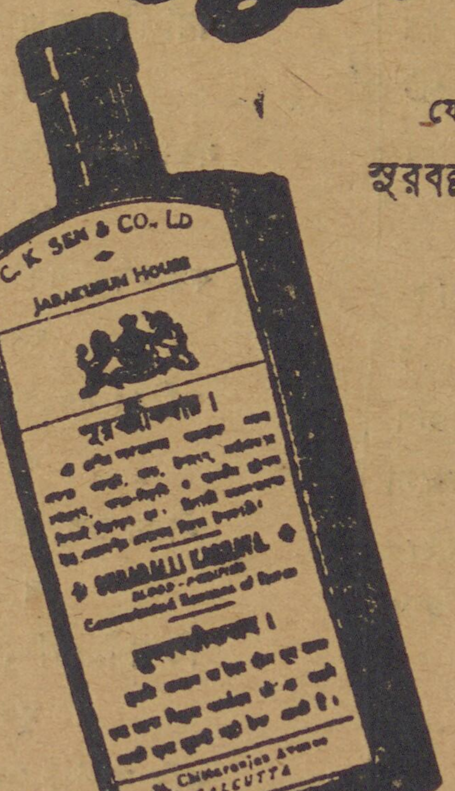

যে সব ডাক্তাররা স্বরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখে'ছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনুকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৵০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবৰ্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৵০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত